# বাংলাদেশের ট্রেনিং সেন্টার ৪

মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

আমরা ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারের পরিচিতি প্রকাশ করছি। এজন্য আমাদেরকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে হচ্ছে। আমাদেরকে যারা সহযোগিতা করছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

## কমপিউটার এডুকেশন সেন্টার
## ডাটেক লিঃ ঢাকা

বাংলাদেশে কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তারা হলো এদেশে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার। যেহেতু এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারী বা বেসরকারী কারুরই কোন ভূমিকা নেই তাই এদের মান সম্পর্কে অনেকেই ভিন্নরূপ মন্তব্য করে থাকেন। যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণের জন্য কোন ষ্ট্যান্ডার্ড কেউ করে দেয়নি তাই এদের মান সম্পর্কে মন্তব্য করাটা উচিত নয়। তবে মান সম্পর্কে মন্তব্য না করে কোন প্রতিষ্ঠান দেশের জন্য কি অবদান রেখেছে তার পর্যালোচনা তথা মূল্যায়ন করা উচিত। বাংলাদেশে অনেক কমপিউটারবিদের প্রারম্ভিক হাতে খড়ি এই কমপিউটার সেন্টার। এমনি একটি ট্রেনিং সেন্টার হলো ডাটেক লিঃ। মতিঝিলের ঢাকা চেম্বার অব কমার্স বিল্ডিং এর ৫ম তালায় অবস্থিত এই ট্রেনিং সেন্টার থেকে বেরিয়ে আসা অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত, অন্তত কমপিউটার পেশায় নিয়োজিত।

এই ট্রেনিং সেন্টারের জন্ম ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে। ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান বেশ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। এ সেন্টার থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেশকিছু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কমপিউটারে চাকুরীরত। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন কোর্সে এখানেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এরমধ্যে বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক, নির্মাণ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ ও বেটস এর নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে WORDSTAR, WORDPERFECT, LOTUS 1-2-3, dBasc এর কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। C-LANGUAGE এর কোর্স শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। তাছাড়া চাকুরীজীবীদের সুবিধার্থে অত্যন্ত স্বল্প ফি নিয়ে সকাল সাতটায় বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডাটেক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানিয়েছেন যে, গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বল্প ফী নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। নির্ধারিত সময় ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত সময় প্র্যাকটিস করার ব্যবস্থাও রয়েছে। উল্লেখ থাকে যে, প্রতি কোর্সের সঙ্গে DOS ব্যাপকভাবে শেখানো হয়। প্রতিটি কোর্সে ১৬ জন ছাত্রছাত্রীর ক্লাশ করার ব্যবস্থা আছে। প্র্যাকটিকেল ক্লাশে প্রতি দুজন শিক্ষার্থীর জন্যে একটি করে কমপিউটার দেয়া হয়। •

অভিজ্ঞতার আলোকে

## মফস্বলে কমপিউটার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ঃ সমস্যা ও সমাধা

এস,এম রেজাউল কবীর
পুরকৌশলী বুয়েট

আমি যশোরের "উষা কমপিউটার্স" থেকে লিখছি। সুতরাং আমার এই লেখা আংশিক হলেও যশোর কেন্দ্রিক হয়ে যাবে। তবে মূলতঃ যেহেতু যশোর একটি মফস্বল শহর— আমার মনে হয় বাংলাদেশের যে কোন মফস্বল শহরের কমপিউটার সম্প্রসারণ সমস্যা একই রকম। মফস্বলে কমপিউটার প্রযুক্তি সম্প্রসারণে যে সমস্যা মুখ্যত ক্রিয়াশীল তা হলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব। তা কোন প্রতিষ্ঠানই হোক বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষার্থীরই হোক।

যশোরে প্রশিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা শূন্য বা ঋণাত্মক। অর্থাৎ এখান থেকে যারাই প্রশিক্ষণ নিক না কেন তাদের স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ শূন্য। এ শূন্যতা পূরণের দায় কার? বেসরকারীভাবে যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান (যেমন বেসরকারী সংস্থা) কমপিউটার আনতে ইচ্ছুক নয়— তা নয়। কিন্তু কমপিউটার তাদের কাছে কুহেলিকা। তাছাড়াও একটা কমপিউটারের জীবন ও এর বিক্রয়োত্তর সেবা সম্পর্কে সন্দিহান। কমপিউটার মফস্বলের যে কোন শহরের একটা সংস্থায় এনে তার পরিপূর্ণ পরিচালনা (রক্ষণাবেক্ষণসহ) করার মত দক্ষ শ্রম সংগ্রহ করাটাও সেই সংস্থার জন্য আরো বেশী কষ্টকর এবং যেখানে বিকল্প হিসেবে প্রচলিত টাইপ রাইটার ও ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটার অনেক বেশী আস্থাশীল ও সহজসাধ্য। আর সরকারী পর্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা? ঢাকার যে সব সরকারী অফিসে কমপিউটার বসেছে তা সেই অফিসের দু'টিযেয় মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছার ফলে বা বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে। না হলে একই অফিসে চাকরী করেন কিন্তু কমপিউটারে ঐ অফিসের কি কাজ হয় বা নিদেনপক্ষে কোথায় কমপিউটার সেকশন বা রুম তা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। উন্নত প্রযুক্তি ধারণের পঙ্গুত্বের এই অসহায় হাস্যকর অবস্থা থেকে বাংলাদেশের ২০ বছরে বেরিয়ে আসার কোন দিক নির্দেশনা যখন সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি তখনও আশা করাটা স্বপ্নের নামান্তর। এই যখন সরকারের কেন্দ্রে অবস্থা তখন মফস্বলের শাখায় তার অবস্থা যে কতখানি ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়।

যশোর বা যে কোন মফস্বল শহরে প্রচলিত ব্যবসাগুলো সাধারণত কোন শিক্ষা নির্ভর নয়। উন্নত প্রযুক্তির ঢেউ এসে পৌঁছালে তা ঢাকা বা অন্যান্য বড় শহরে অনেক দূর এগিয়ে যায়। ঢাকার একজন অভিভাবক চান তার সন্তান যেন ভাল একটা পরিবেশে বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত থেকে বড় হয়। যদিও তিনি নিজে স্বল্প আয় করেন। কোন মফস্বল শহরের অভিভাবকদের যে এই সদিচ্ছা নেই তা নয়— তবে তা সীমিত। তারপরও প্রযুক্তিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকৃত পথ খুঁজে পান না। এর সাথে যুক্ত হয় বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রতারণা। ফলে শিক্ষা নির্ভর যে কোন প্রতিষ্ঠানই মফস্বলে হয়ে পড়ে অপাংক্তেয়।

> ..... কালের চাকা ঘুরবে এবং এই চক্রেই যে একদিন মফস্বলের কমপিউটার প্রযুক্তি স্বাভাবিক নিয়মে এগিয়ে যাবে এ ব্যাপারে আমি পরিপূর্ণ আশাবাদী। তবে সময় এখনই সিদ্ধান্তের – আমরা কমপিউটার প্রযুক্তি ধারণ করবো কিনা? যদি করি ঢিলেমির কোন সময় নেই আর। আর না করলে নব প্রজন্মের কাছে আমরা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবো।

মফস্বলের কমপিউটার প্রযুক্তি এগিয়ে নেবার মূল দায়িত্ব নেয়া উচিৎ সরকারের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটারের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেটা কোন ক্রমেই দায়সারা গোছের সিলেবাস স্কুল বা কলেজে রপ্তানী করেই সমুদয় দায় দায়িত্ব ঐসব প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এভাবে কখনই কমপিউটার প্রযুক্তির সম্প্রসারণ অন্তত মফস্বলে সম্ভব নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীচের ধাপগুলো অনুসৃত হতে পারে–

১) প্রতিটি জেলার একটা সরকারী কলেজকে প্রথম পর্যায়ে আমরা টার্গেট হিসেবে নিতে পারি।

২) টার্গেট কলেজগুলোর প্রতিটিতে ১টি করে কমপিউটার দিয়ে ছোট্ট একটি কমপিউটার সেল তৈরী করতে পারি (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বড় আকারের কমপিউটার সেকশন) এখানে প্রতিটা কলেজে কমপিউটার স্থাপনের জন্য যদি আমরা ১ (এক) লক্ষ (বা তারও কম) টাকা ধরি তবে ৬৪টা জেলার ৬৪টা কলেজকে কমপিউটারায়ন করাতে খরচ পড়বে ৬৪ লক্ষ টাকা (বা তারও কম)। এখানে বলে রাখা বাঞ্ছনীয় সরকার যদি এই অর্থ সংস্থান করতে অপারগ হন তবে বাংলাদেশে মনে হয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা এ কমপিউটার এককালীন সরবরাহে সক্ষম। সেক্ষেত্রে ঐ কমপিউটারের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করবে সংশ্লিষ্ট কলেজের কমপিউটার সেল।

৩) কলেজের কমপিউটার সেল নিয়ন্ত্রিত হবে নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে। তবে তাদেরকে ব্যবসার পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হবে।

(বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

## কমপিউটারহোম
### চট্টগ্রাম

বাংলাদেশে কমপিউটারায়নে সময়োপযোগী এবং স্বার্থকপদচারণার একটি নাম "কমপিউটার হোম"। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র নাসিরাবাদে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত। সূচনালগ্নে "কমপিউটার হোম" বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সফটওয়্যার ডেভেলেপমেন্ট, হার্ডওয়্যার মেইনটেনেনস, কমপিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য পরামর্শ কেন্দ্র এবং কমপিউটার ব্যবহারে উৎসাহীত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়াও পৃথক পৃথক সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে। এরা প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য পৃথক ব্যবস্থাও রেখেছে। পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে প্রতিটি কোর্সের মেয়াদকাল বেড়ে যাওয়ার কারণে আনুসাঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এর প্রতিটি কোর্সের ফি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কমপিউটার হোমের পরিচালক তাঁদের পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করে জানান যে, কমপিউটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানো ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কমপিউটারে উৎসাহীত করার লক্ষ্যে প্রতিটি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং মাতৃভাষায় কমপিউটারে জ্ঞান অর্জনের জন্য অনুবাদ, নিজস্ব উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

কমপিউটার প্রশিক্ষণে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ও মান সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে কমপিউটার হোমের পরিচালক তাঁর দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন যে, ঢাকাসহ সারা দেশের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারী কোন সংস্থা কর্তৃক Accredi-tion প্রদান করার ব্যবস্থা করলে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

"কমপিউটার হোম" এর পরিচালক দেশে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে "কমপিউটার জগৎ"-এর জনমত গঠনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। এ ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতার সমালোচনা করে জানান যে, "কমপিউটার হোম" নিজস্ব উদ্যোগে এ ব্যাপারে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগ্রহী সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তিনি কমপিউটার প্রযুক্তিকে স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণে লাগানোর লক্ষ্যে "কমপিউটার হোম"-এর আপোষহীন ভূমিকার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। •

# তালিকা ভূক্তকরণ ক্যাটালগ ▩ মার্চ

আমরা বাংলাদেশে যে সমস্ত কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারসমূহ রয়েছে তাদের তালিকাভুক্ত করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিয়েছি। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সহায়তা করেছেন চট্টগ্রামের প্রতিনিধি আবু তাহের এবং কুমিল্লার প্রতিনিধি আক্তার হামিদ খান কবির।

উল্লেখ্য যে সমস্ত ট্রেনিং সেন্টার তালিকাভুক্ত হয়নি তাদের কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত লিখে আমাদের ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি।

## কুমিল্লা

১। ক্রিয়েটিভ কমপিউটার ল্যাব
এণ্ড স্পোকেন ইংলিশ কোর্স সেন্টার
অজিত গুহ কলেজ গেইট, ছাতিপট্টি, কুমিল্লা।
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার ৪ এবং ৫, ওয়ার্ডপারফেক্ট ৫.১, লোটাস ১-২-৩, ডিবেজ থ্রি প্লাস, ডস, পি এম, এইচ পি জি।
গড় ফি : ১২০০/=
সময় : প্রতিদিন ২ ঘন্টা, সপ্তাহে ৬ দিন।
৩দিন তত্ত্বীয় ৩ দিন ব্যবহারিক।

২। শ্রীতু কমপিউটার সেন্টার
ঝাওতলা, কুমিল্লা, বাংলাদেশ।
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার, লোটাস, ডিবেজ, বেসিক।
গড় ফি : ১২০০/
সময় : প্রতিদিন ২ ঘন্টা।

৩। কমপিউটার হোম
বাদুরতলা (চৌঃ মার্কেট), কুমিল্লা, বাংলাদেশ।
কোর্স : ওয়ার্ড ষ্টার, লোটাস, ডিবেজ, ওয়ার্ড পারফেক্ট।
গড় ফিঃ ১২০০/=
সময় : প্রতিদিন ২ ঘন্টা

৪। কমপিউটার সেন্টার
রাণীর দীঘির পাড়, কুমিল্লা।
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার ৪ এবং ৫, লোটাস ১-২-৩, ডিবেজথ্রী প্লাস, বেসিক।
গড় ফিঃ ১০০০/=
সময় : ২ ঘন্টা প্রতিদিন।

৫। আই, ও, ই, কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার
কোর্ট রোড, কুমিল্লা।
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার, ওয়ার্ডপারফেক্ট, লোটাস ১-২-৩, ডিবেজ।
গড় ফি : ৮০০/
সময় : প্রতিদিন দেড় ঘন্টা।

## চট্টগ্রাম

১। টারবো কমপিউটার
৯, সতীশ বাবু লেইন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার, লোটাস, ১-২-৩, ডিবেজ থ্রি প্লাস, বেসিক।
গড় ফিঃ ১৬০০/=
সময় : ৭০ ঘন্টা।

২। কমপিউটার প্যালেস
৯৬৯, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার, লোটাস ১-২-৩, ডিবেজ থ্রি প্লাস, সি, বেসিক প্রোগ্রামিং।
গড় ফি : ১৫০০ টাকা
সময় : ৪০ ঘন্টা

৩। প্রোগ্রী কমপিউটার সেন্টার
৩৪৩/এ, সি ডি এ এভিনিউ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার, লোটাস ১-২-৩, ডিবেজ থ্রি প্লাস।
সময় : প্রতিদিন ২ ঘন্টা।

৪। মাইলষ্টোন কমপিউটার
২৩২, মুরাদনগর, চট্টগ্রাম
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার, লোটাস ১-২-৩, ডিবেজ থ্রি প্লাস, বেসিক।
গড় ফিঃ ১৩৫০/
মোট সময় : ৭০ ঘন্টা।

৫। কমপিউটার প্লাস
৯১, ইকবাল রোড (দ্বিতীয় তলা), পাথর ঘাটা চট্টগ্রাম। কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার ওয়ার্ড পারফেক্ট ৫.১, লোটাস ১-২ ৩, ডিবেজ থ্রি প্লাস, ডস।
গড় ফি : ১৫০০/
সময় : প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে ২০টি ক্লাশ।

৬। দি ঢাকা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট
৭, শহীদ সোহরাওয়ার্দি রোড, কোতয়ালীর মোড়, চট্টগ্রাম। কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার, লোটাস, ডিবেজ থ্রি প্লাস।
গড় ফি : ১৮০০/
সময় : ৫০ ঘন্টা।

৭। চিটাগাং কমপিউটার সেন্টার
২২৮, এশিয়ান হাইওয়ে রোড
শোলক বাহার মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার, ওয়ার্ড পারফেক্ট, লোটাস, ডিবেজ, ডস, বেসিক, পিসি হার্ডওয়্যার এবং ট্রাবলশুটিং।
সময় :- ৫০ ঘন্টা

৮। ইম্মানুয়েল ট্রেনিং প্রোগ্রাম
১৬, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম,
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার, বাংলা ওয়ার্ডষ্টার, লোটাস ১-২-৩, ডিবেজ থ্রি প্লাস, বেসিক, টারবো 'সি'।
সময় : প্রতিদিন ২ ঘন্টা।

৯। কমপিউটার টেকনোলোজী
১২, হেমসেন লেইন,
কোর্স : ওয়ার্ড পারফেক্ট, লোটাস ১-২-৩ (প্রিলি ও এডভান্স) ডিবেজ থ্রি প্লাস, বেসিক, (ডস ফ্রি)।
গড় ফি : ২০০০/
সময় : ৪৮ ঘন্টা।

১০। ইউনিক্স কমপিউটার
২৪৫/এ, এম. এম. আলী রোড
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।
কোর্স : ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশিট এনালাইসিস, ডাটাবেজ।
গড় ফি : ১০০০/=
সময় : ৫০ থেকে ৭০ ঘন্টা, প্রতিদিন ২ ঘন্টা।

১১। রেইনবো কমপিউটার
১ নং জাহান বিল্ডিং, ২৩ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
কোর্স : ওয়ার্ডস্টার, ওয়ার্ডপারফেক্ট, লোটাস, ডিবেজ, বেসিক, ফোরট্রান।
গড় ফি : ১৫০০ টাকা
সময় : ৩০ —৬০ ঘন্টা

১২। মাইক্রো কমপিউটার সেন্টার
২২৪, সৈয়দ আহমদ চৌধুরী লেইন,
ধুনিরী রোড, চট্টগ্রাম।
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার, লোটাস ১-২-৩, ডিবেস থ্রি প্লাস, ডিবেস ফোর, বেসিক, ফরট্রান, কোবল, প্যারাডক্স, ফ্রেমওয়ার্ক ইত্যাদি।
গড় ফি : ১৭০০/
সময় : ৩৬ ঘন্টা+ ১৪ ঘন্টা = ৫০ ঘন্টা।

১৩। কমপিউটার হোম
পেনুইন শপিং সেন্টার
৭৩১, সি ডি এ এভিনিউ, চট্টগ্রাম।
কোর্স : ওয়ার্ডষ্টার, ওয়ার্ড পারফেক্ট, ডিবেজ, লোটাস, বেসিক, সি, এস পি এসএস।
গড় ফিঃ ১৭০০/
সময় : ৭০ ঘন্টা।

১৪। কমপিউটার ব্যুরো
১০০৫/৪, সিডিএ এভিনিউ, চট্টগ্রাম
কোর্স : বিভিন্ন প্যাকেজ ও প্রোগ্রামিং ভাষা
গড় : ১৫০০ টাকা
সময় : ৩৫ ঘন্টা

## অভিজ্ঞতার আলোকে

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

৪) কমপিউটার সেলের জন্য প্রতিটি কলেজে মাত্র একজন প্রশিক্ষক প্রয়োজন। প্রশিক্ষক প্রাথমিকভাবে কলেজের নিজ শহর থেকে নেয়াটাই যুক্তিযুক্ত। প্রশিক্ষক কোন সরকারী চাকুরীর আওতাভুক্ত হবে কিনা সেটা সরকারের ব্যাপার। তবে গোড়াতেই তাদের চাকুরীর সম্মানী ঐ কমপিউটার সেলের ব্যবসালব্ধ অর্থ হতে সংগৃহীত হতে পারে। সরকার যদি সুযোগ দেয় তবে মনে হয় অনেক প্রতিষ্ঠানই তাদের প্রতিনিধি কলেজে প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করতে উৎসাহী হবে (এ ব্যাপারে "কমপিউটার জগৎ" এর সাথে সম্পৃক্ত যারা তারা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে)।

৫) কমপিউটার সেল সরাসরি কলেজ অধ্যক্ষের নিকট জবাবদিহিমূলক হবে। তবে কমপিউটার সেলের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অর্থাৎ পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি থাকবে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের উপর।

৬) কমপিউটার সেলের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রিকৃত সেই শহরের অন্যান্য কমপিউটার স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা, আদর্শমান নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

৭) পরবর্তীতে বিসিসি'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে হবে (তবে কোন বেসরকারী কমপিউটার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি থাকলে সেই কোম্পানী এবং বিসিসি একত্রিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার বিজ্ঞানে পড়ার পূর্বশর্ত হিসেবে কলেজ পর্যায়ের এই প্রশিক্ষণ আবশ্যিক করতে হবে।

৯) শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সেলকে উন্মুক্ত না করে সর্বসাধারণের জন্য (সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ সাপেক্ষে) উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

১০) সরকারী পর্যায়ে স্থাপিত হলেও যে কোন কলেজের কমপিউটার সেলের লাভের অংশ নিয়মনীতি অনুযায়ী ঐ সেলের উন্নয়নে ব্যয় করাতে হবে।

"কমপিউটার জগৎ" কমপিউটার প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা অথবা হাস্যকর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একনাগাড়ে লিখে চলেছে বলে এ পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত সকলেই আমার শ্রদ্ধাস্পদ। কিন্তু এখন সরকারের বুঝা উচিৎ যে আমাদের কমপিউটার শিল্পে বাইরে শ্রমিক পাঠাবার প্রয়োজন নেই, শুধু পাঠালেই চলে। এ ব্যাপারে বস্ত্রশিল্পতো আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে আমরা এখানে বসেই কতখানি বৈদেশিক বানিজ্য বাংলাদেশের জন্য এনে দিতে পারি। কমপিউটার প্রযুক্তি এগিয়ে নিতে কমপিউটার প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিয়েই সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে-- এর কোন বিকল্প নেই।

প্রিয় জাকারিয়া স্বপন ("কমপিউটার জগৎ"-এর সহযোগী সম্পাদক) এসে বলে গেছে আর দুটো বছর অপেক্ষা করতে। তারপর শুভদিন। কালের চাকা ঘুরবে এবং এই চক্রেই যে একদিন মফস্বলের কমপিউটার প্রযুক্তি স্বাভাবিক নিয়মে এগিয়ে যাবে এ ব্যাপারে আমি পরিপূর্ন আশাবাদী। তবে সময় এখনই সিদ্ধান্তের - আমরা কমপিউটার প্রযুক্তি ধারণ করবো কিনা? যদি করি টিলেমির কোন সময় নেই আর। আর না করলে নব প্রজন্মের কাছে আমরা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবো। ●

## আপনি কি তালিকা ভুক্ত হয়েছেন ?

কমপিউটার জগৎ-এর ট্রেনিং সেন্টার তালিকা ভুক্তকরণ কর্মসূচীতে এখনও যে সকল ট্রেনিং সেন্টার তাদের তথ্য পাঠাননি অতিসত্বর তাদেরকে নাম, ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।